

রঞ্জিত পিকচার্সের নিবেদন



বাক্য

প্রসঙ্গ

প্রযোজনা ও পরিচালনা : চিত্ত বসু

কাহিনী : সলীল সেনগুপ্ত

আলোকচিত্র : রামানন্দ সেনগুপ্ত
 শব্দাঙ্কলেখন : বাণী দত্ত
 শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু
 সম্পাদনা : বৈজনাথ চট্টোপাধ্যায়
 সঙ্গীত-লেখক : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
 কণ্ঠ পরিচালনা : মহাদেব সেন
 ব্যবস্থাপনা : ভূপাল রায়চৌধুরী
 রূপসজ্জা : মদন পাঠক

আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী

সহকারীগণ

পরিচালনায় : প্রদীপ দাশগুপ্ত
 আলোকচিত্র : সোনা মণোপাধ্যায়, কেইট মণ্ডল
 শব্দাঙ্কলেখন : হুমিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
 পাঁচ মণ্ডল
 সম্পাদনায় : নিরঞ্জন বসু
 সঙ্গীত পরিচালনা : জয়ন্ত শেট, রবীন্দ্রনাথ বড়াল

গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সঙ্গীত পরিচালনা : নচিকেতা ঘোষ

প্রচার-সচিব : ফণীন্দ্র পাল
 পট-শিল্পী : রামচন্দ্র সিংহ
 স্থিরচিত্র : কাপ স
 যন্ত্র-সঙ্গীত : ক্যালকাতা অক্টেটো
 কণ্ঠ-সঙ্গীত : হেমন্ত মণোপাধ্যায়
 মানসেন্দ্র মণোপাধ্যায়
 প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
 প্রধান-সহকারী পরিচালনা : গুরুদাস বাগচী

ব্যবস্থাপনা : মগদেব দাস, ভগীরথ চক্রবর্তী
 রূপসজ্জা : গোপাল হালদার, সত্যেন ঘোষ
 সাজসজ্জা : শম্ভু দাস
 আলোক সম্পাতে : স্বর্ধার সরকার, অভিনয়
 দাস, চংগী অধিকারী, সন্দর্শন দাস, সত্যেন্দ্র
 সরকার, উদয় পাল, বৈজয়াম শর্মা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিজয় বসু, কেইটধন মণোপাধ্যায়, গয়াধীনরাম জয়দোহাল, হিন্দু স্টোর্স (নিউ মার্কেট),
 বেঙ্গল বুক হাউস, দি নিউ স্টুডিও সান্দ্রাই, অনিল রায় চৌধুরী

চিত্রিত চিত্রাণ

উত্তমকুমার মালী সিংহ, অসিতবন্দ্য

ছবি বিধাস, জহর গাঙ্গুলী, শিশির বটব্যাল, পৌর সী, বাবুয়া, সিবল, মলিনা দেবী, শোভা সেন,
 মীরা রায়, দাধনা রায় চৌধুরী, কুমারী গীতা, হরিশোভন বসু, শ্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ,
 হুমিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বৃন্দ পালিত, প্রভুল চৌধুরী (গায়), স্বর্ধার বসু, স্বরেন্দ্র সিং
 ও আরো অনেকে।

ক্যালকাতা মুভিটোন প্রাইভেট লিমিটেডে, হার, সি, এ, শক্যস্বে গৃহিত,
 বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ (প্রাই) লিমিটেডে পরিদৃষ্ট।

একমাত্র পরিবেশক :

মিতালী ফিল্মস্, (প্রাঃ) লিঃ

কাহিনী

একই মায়ের দুই সন্তানের চেয়েও বেশী সস্তাব দীপু আর শান্তুর মধ্যে। এরই মাঝে হঠাৎ যেদিন শান্তুর রুগ্না বিধবা মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল সেদিন থেকে দীপুর মা তাকে তাঁর আর একটি সন্তানের মত নিজের বুকে তুলে নিলেন। শুধু নতুন করে একটি মা-ই পেল না শান্তু, পেল একটি ছোট বোন—দীপুর বোন বাসুকে। একটি শশা, একটি কলা ভাগ করে খায় দুজনে, একের দোষ অপরে তুলে নেয় ঘাড়ে।

এমনি করে এক রুস্তে দুটি ফুলের মত বড় হয়ে উঠল দুজন, বি-এ পাশ করল একত্রে। এদিকে আবার দীপু গায় গান, শান্তু সঙ্গত করে তবলায়। ছেলেবেলাকার সেই বন্ধুত্ব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। এ সৌহর্দ্য যেন আত্মত্বের চেয়ে গভীর, মধুর।

দুজনে একই জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করেছিল। একই দিনে দুজনে উত্তর পেল সেই দরখাস্তের। দুজনকেই সাক্ষাৎ করতে বলা হয়েছে।

নিজের চেনা গভীর বাইরে নিজেকে জাহির করবার সপ্রতিভতা নেই দীপুর স্বভাবে। দীপু শিল্পী, দার্শনিক। শান্তু কথাবার্তায় আচারে ব্যবহারে খুবই চটপটে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক রূপটাকেই যেন সে বেশী করে চেনে।

কলকাতা যাওয়ার পথে একটা অঘটন ঘটে গেল। খার্ড ক্লাশের টিকিট কিনে চলন্ত ট্রেনের রিজার্ভ করা ফার্স্ট-ক্লাশ কামরায় উঠে পড়ল দীপু আর শান্তু। কামরার পুরুষ যাত্রী গোপেশ্বরবাবু শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন কে, কে তোমরা ?



দীপুর মুখের উত্তর গেল আটকে, গোপেশ্বরবাবুর পাশে আধশোয়া অবস্থায় আধো কটাঞ্চে চেয়ে আছে তাদের দিকে একটি রূপসী তরুণী। মুখে কৌতুকের মুহূ হাসি। গোপেশ্বরবাবুর মেয়ে স্জজাতা। তার দিকে চেয়ে শাস্ত্রের চোখের দৃষ্টিও ক্ষণকালের জন্ম প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু দীপুর মত লজ্জা-সঙ্কোচের বাল্যই নেই তার। গোপেশ্বরবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় আলাপ জমিয়ে তুলতে বেশী বিলম্ব হ'ল না শাস্ত্রের।

ট্রেনের এই আলাপের জের বাড়ী অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্তে একটি ফিকির আবিষ্কার করল শাস্ত্র। হাওড়া স্টেশনে নেমে স্জজাতাদের মোটরের পিছনে ওদের লগেজের সঙ্গে নিজেদের একটিমাত্র বেডিং তুলে দিল। বেডিংটা যেন ভুলে ওদের জিনিষপত্রের সঙ্গে চলে এসেছে এবং সেটি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে তাদের আসতে হয়েছে এখানে।

কিন্তু যার সঙ্গে মেলামেশা করবার একান্ত বাসনায় এই কাণ্ডটা করল শাস্ত্র তার চোখকে যে এড়ানো যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল প্রথম দিনই যখন তারা গোপেশ্বরবাবুর বাড়ীতে গিয়ে স্জজাতারই সাক্ষাৎ পেল সবার আগে! এমনি ভাবে ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাটা শাস্ত্রের সপ্রতিভাতার সামনে বেশীক্ষণ টেঁকেনি কিন্তু দীপু এমন বিব্রত বোধ করল যে মুখ দিয়ে ভাল করে কথাই ফুটল না তার।

একই আকর্ষণে দুই বন্ধু প্রায় প্রতিদিনই যায় স্জজাতাদের বাড়ী। স্জজাতার সামনে পড়লেই দীপু যেন কেমন হয়ে যায়— রাজ্যের জড়তা এসে দীপুর বাকশক্তিকে রুদ্ধ করে দেয়। যেন

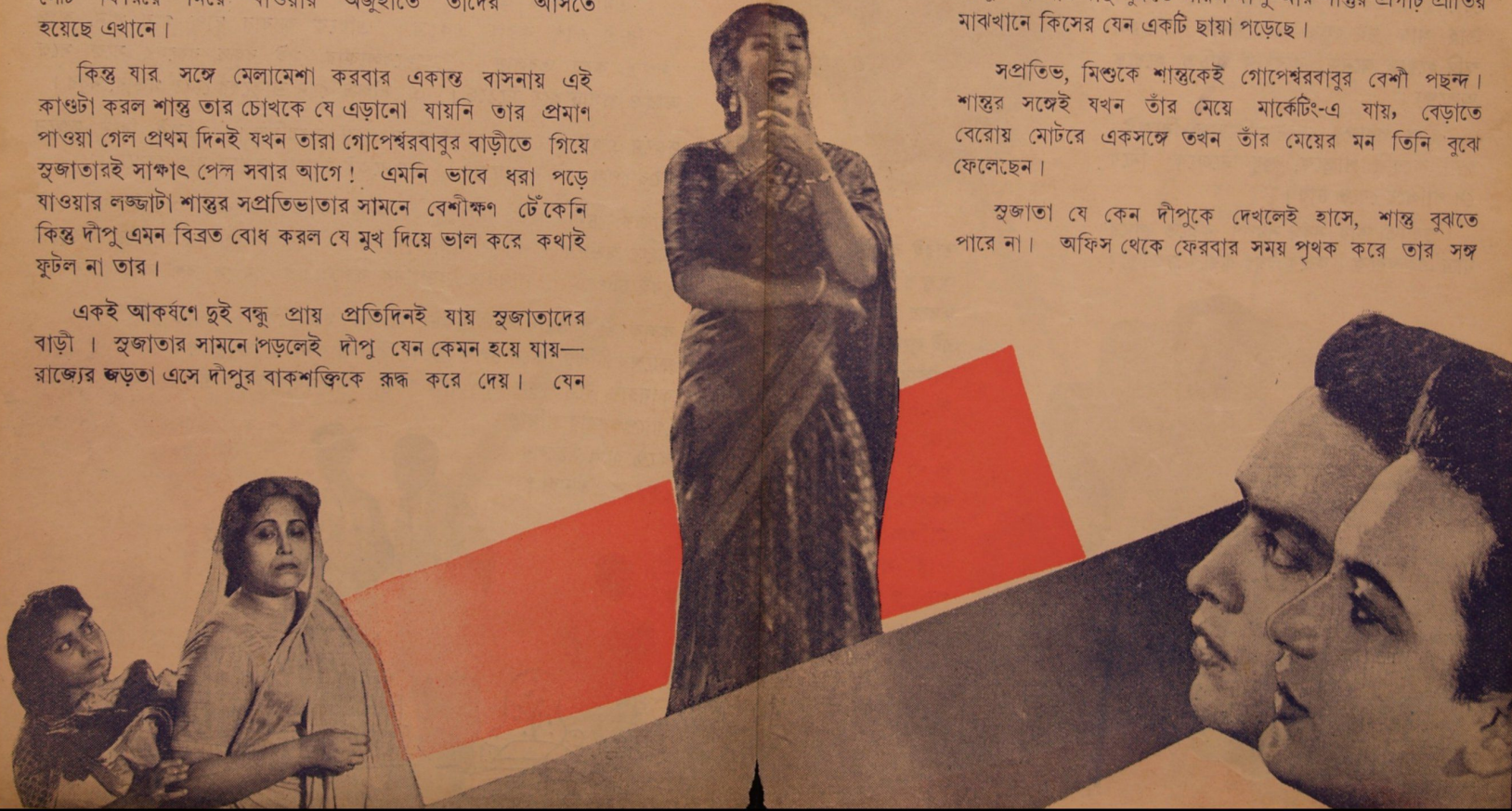
স্বায়ম্বিক দৌর্বল্যে বিপর্যাস্ত একটি মানুষ।

দীপুর অবস্থা দেখে নির্দয়ভাবে হাসে স্জজাতা। শাস্ত্রকে পৃথকভাবে নিয়ে চলে যায় মার্কেটিং-এ। দীপুর লজ্জা সঙ্কোচ নিয়ে পরিহাস করা, আঘাত করা যেন স্জজাতার কাছে একটি খুসীর খেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের নিতান্ত মুখচোরা লাজুক এই মানুষটির অন্তর স্জজাতার প্রতি দুর্বীর আকর্ষণে কত না-বলা কথায়, কত তৃণায়, কত মাধুর্যে, কত বেদনায় মুখর হয়ে উঠেছে, একথা কি বোঝেনা একটুও সে মেয়ে হয়ে ?

দুই বন্ধু প্রথমে মেসে এসে উঠেছিল। চাকরি হওয়ার পর বাড়ী ভাড়া করে মা ও বোন বাস্তুকে তারা গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। এখানে এসে দীপুর মা আর বাস্তু বুঝতে পারল দীপু আর শাস্ত্রের প্রগাঢ় প্রীতির মাঝখানে কিসের যেন একটি ছায়া পড়েছে।

সপ্রতিভ, মিশুক শাস্ত্রকেই গোপেশ্বরবাবুর বেশী পছন্দ। শাস্ত্রের সঙ্গেই যখন তাঁর মেয়ে মার্কেটিং-এ যায়, বেড়াতে বেরোয় মোটরে একসঙ্গে তখন তাঁর মেয়ের মন তিনি বুঝে ফেলেছেন।

স্জজাতা যে কেন দীপুকে দেখলেই হাসে, শাস্ত্র বুঝতে পারে না। অফিস থেকে ফেরবার সময় পৃথক করে তার সঙ্গ



পাওয়ার জন্তে মোটর নিয়ে আসে সূজাতা।
দীপু একা ফিরে যায় বাড়ীতে। তাছাড়া
শাস্ত্রের মনে হয় দীপুরও সূজাতাকে ভাল
লাগে না। ভাল লাগলে দীপু সূজাতাদের
বাড়ী যাওয়া এমনভাবে একেবারে বন্ধ করে
দিত না।

দুটি হৃদয়ের এতদিনের গভীর সংস্পর্শতার
মাঝখানে আজ এমন একজন এসে দাঁড়িয়েছে
যাকে শশা, কলা, পেয়ারার মত মায়ের স্নেহ,
বোনের প্রীতির মত ভাগ করে নেওয়া যায়না।
তাই আজ দুই বন্ধুর মেলামেশায় ব্যতিক্রম
সৃষ্টি হয়েছে অনেক, ব্যবধান রচিত হয়েছে
অলঙ্ঘ্য।

দীপু পরাজয় মেনে নিয়েছে নিজেই।
ঈর্ষা করেনি শাস্ত্রকে, শুধু নিজেকে নিয়ে
সে পালিয়ে যেতে চায়।

সূজাতা তার সর্বস্ব সমর্পণ করতে পারে
মাত্র একজনকে। কাকে বরণ করবে সূজাতা!



তারই রহস্বে
অনু রঞ্জিত,
হৃদয়ে হৃদয়ে
এই লুকোচুরি
খেলার পরি-
স মা প্তি
কো থা য়!
রু পা লৌ র
পর্দার ধাবমান
প্রতিচ্ছায়ায়
তার সন্ধান
পা ও যা
যাবে।

সংগীত

(১)

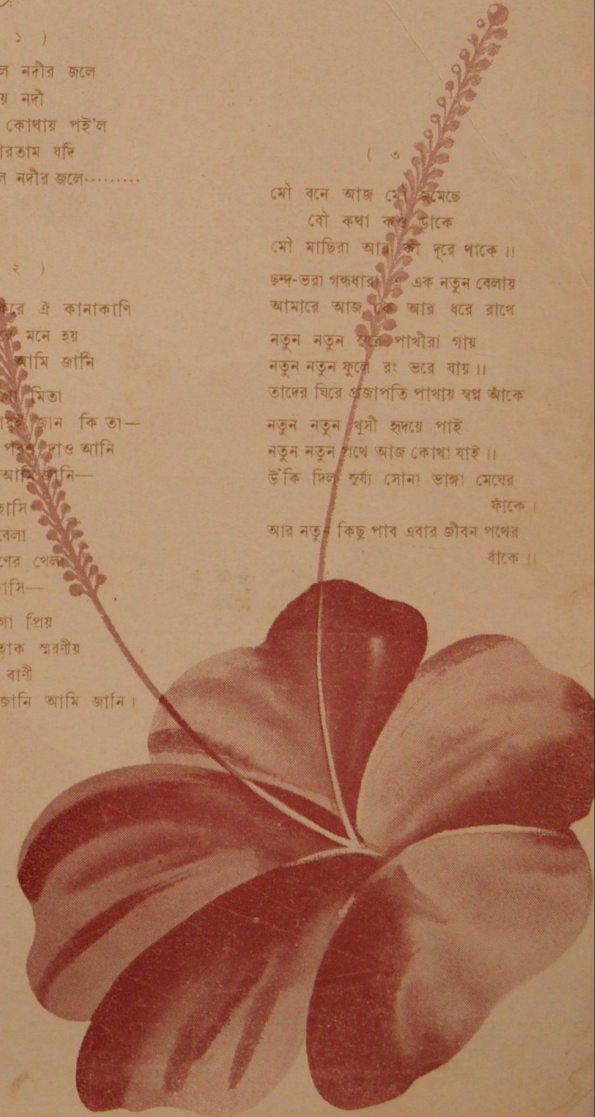
ওরে খাল পইল নদীর জলে
মাগরে যায় নদী
ওরে সাগর যে কোথায় পইল
জানতে পারতাম যদি
ওরে খাল পইল নদীর জলে.....

(২)

মালতী বলবে তুমি ঐ কানাকানি
সেই ফুল মনে হয়
তোমারেই জানি আমি জানি
মালতী বলে ওজা মিতা
আমি যে তোমারই জানি কি তা—
প্রাণের পুষ্প ফাগু আমি
তোমারেই জানি আমি জানি—
শুধু গান শুধু হাসি
এই নিয়ে সারাবেলা
চলে আজ ফাগুনের খেল
শুধু গান শুধু হাসি—
মালতী বলে ওগো প্রিয়
এ লগন হোক স্মরণীয়
শোনাও শপথের বাণী
তোমারেই জানি আমি জানি।

(৩)

মৌ বনে আজ মৌ গন্ধে
মৌ কথা কহে টাকে
মৌ মাছির আঁর কাঁ দূরে থাকে ॥
ছন্দ-ভরা গন্ধধারী তুমি এক নতুন বেলায়
আমারে আজ খেঁচ আঁর ধরে রাখে
নতুন নতুন সুরে পাখীরা গায়
নতুন নতুন ফুলে রং জরে যায় ॥
তাদের খিরে ওজাপতি পাখায় ত্বন্দ্র ঝাঁকে
নতুন নতুন খুদী হৃদয়ে পাই
নতুন নতুন পথে আজ কোথা যাই ॥
উঁকি দিলে হৃদয় সোনা ভাঙ্গা মেথের
ফীকে ॥
আঁর নতুন কিছু পাব এবার জীবন পথের
বীকে ॥



আ গা মী নি বে ছ ত

সুচিগ্রা-উত্তম অভিনীত

সুওয়া-পাওয়া

টাইম ফিল্মসের নিবেদনে
কাহিনী-চিত্রনাট্য-নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ
পরিচালনা • যাত্রিক

জরোজ সেনগুপ্ত প্রযোজিত
এম.এস.জি প্রোডাকশন্সের

খেলাঘর

উত্তম-দ্বালা ও অশোককুমার
অভিনীত

পরিচালনা-অজয় কর
সুর ও কন্ঠ-হেমচন্দ্রকুমার
কাহিনী-মল্লীক সেনগুপ্ত

পরিবেশক

মি তা লী ফিল্ম স (প্রাইভেট) লিঃ

মুদ্রাঙ্কণে জুবলী প্রেস, কলিকাতা-১০



বন্ধু

মিতালী পরিবেশিত

সংগঠনে

Ami
6.2.79
1.9.82

প্রযোজনা ও পরিচালনা : চিত্ত বসু
কাহিনী : ৩সলীল সেনগুপ্ত

গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সঙ্গীত পরিচালনা : নচিকেতা ঘোষ

আলোকচিত্র : রামানন্দ সেনগুপ্ত
শব্দানুলেখনে : বাণী দত্ত
শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বহু
সম্পাদনা : বৈভবনাথ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীতানুলেখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
কল্প পরিচালনা : মহাদেব সেন
ব্যবস্থাপনা : তুপাল রায়চৌধুরী
রূপসজ্জা : মদন পাঠক

প্রচার-সচিব : ফণীন্দ্র পাল
পট-শিল্পী : রামচন্দ্র সিংহ
স্থিরচিত্র : ক্যাপস
যন্ত্র-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অক্বেষ্ট্রা
কণ্ঠ-সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান-সহকারী পরিচালনা : গুরুদাস বাগচী

আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী

সহকারীগণ

পরিচালনার : প্রদীপ দাশগুপ্ত
আলোকচিত্র : সোনা মুখোপাধ্যায়, কেপ্ট মণ্ডল
শব্দানুলেখনে : হৃদিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
পাঁচ মণ্ডল
সম্পাদনায় : নিরঞ্জন বহু
সঙ্গীত পরিচালনা : জয়ন্ত শেট, রবীন্দ্রচাঁদ বড়াল

ব্যবস্থাপনা : মহাদেব দাস, ভগীরথ চক্রবর্তী
রূপসজ্জা : গোপাল হালদার, সত্যেন ঘোষ
সাজসজ্জা : শত্ৰু দাস
আলোক সম্পাতে : হৃদীর সরকার, অভিমত্ম
দাস, দুঃখী অধিকারী, হৃদর্শন দাস, সন্তোষ
সরকার, উদয় পাত্র, বৈজ্ঞানিক শর্মা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিজয় বহু, কেপ্টেন মুখোপাধ্যায়, গয়াবীনরাম জয়সোয়াল, হিন্দ ষ্টোর্ড (নিউ মার্কেট),
বেঙ্গল বুক হাউস, দি নিউ ষ্ট্রিট ডিও সান্নাই, অনিল রায় চৌধুরী

চরিত্র চিত্রণে

উত্তমকুমার, মালাসিংহ, অসিতবরণ

ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, শিশির বটব্যাল, গৌর সী, বাবুয়া, তিলক, মলিনা দেবী, শোভা সেন,
মীরা রায়, সাধনা রায় চৌধুরী, কুমারী গীতা, হরিমোহন বহু, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ,
হৃদিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণ পালিত, পুতুল চৌধুরী (এ্যাঃ) হৃদীর বহু, হুরেন্দ্র সিং
ও আরো অনেকে।

ক্যালকাটা মুভিটোন প্রাইভেট লিমিটেড ষ্ট্রিটওতে আর, দি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহিত,
বেঙ্গল ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীজ (প্রাঃ) লিমিটেডে পরিশুদ্ধিত।

একমাত্র পরিবেশক : মিতালী ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ

৪৭, লেনিন সরণী, কালকাতা-১৩



কাহিনী

একই মায়ের দুই সন্তানের চেয়েও বেশী সন্তান দীপু আর শাস্ত্র মध्ये। এরই মাঝে হঠাৎ যেদিন শাস্ত্র রুগ্না বিধবা মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল সেদিন থেকে দীপুর মা তাকে তাঁর আর একটি সন্তানের মত নিজের বুকে তুলে নিলেন। শুধু নতুন করে একটি মাই পেল না শাস্ত্র, পেল একটি ছোট্ট বোন—দীপুর বোন বাহুকে। একটি শশা, একটি কলা ভাগ করে খায় দুজনে, একের দোষ অপরের তুলে নেয় ঘাড়ে।

এমনি করে এক রুস্তে ছুটি ফুলের মত বড় হয়ে উঠল দুজন, বি-এ পাশ করল একত্রে। এদিকে আবার দীপু গায় গান, শাস্ত্র সঙ্গত করে তবলায়। ছেলেবেলাকার সেই বন্ধু দুজনে একই জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করেছিল। একই দিনে দুজনে উত্তর পেল সেই দরখাস্তের। দুজনকেই সাক্ষাৎ করতে বলা হয়েছে।

নিজের চেনা গণ্ডীর বাইরে নিজেকে জাহির করবার সপ্রতিভতা সেই দীপুর স্বভাবে। দীপু শিল্পী, দার্শনিক। শাস্ত্র কথাবার্তায় আচারে ব্যবহারে খুবই চটপটে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক রূপটাকেই যেন সে বেশী করে চেনে।

কলকাতা যাওয়ার পথে একটা অঘটন ঘটে গেল। খার্ড ক্লাশের টিকিট কিনে চলন্ত টেনের রিজার্ভ করা ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় উঠে পড়ল দীপু আর শাস্ত্র। কামরার পুরুষ যাত্রী গোপেশ্বরবাবু শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন কে, কে তোমরা?

দীপুর মুখের উত্তর গেল আটকে, গোপেশ্বরবাবুর পাশে আধশোয়া অবস্থায় আধো কটাফে চেয়ে আছে তাদের দিকে একটি রূপসী তরুণী। মুখে কৌতূহলের মুহূর্ত হাসি গোপেশ্বরবাবুর মেয়ে সজ্জাতা। তার দিকে চেয়ে শাস্ত্র চোখের দৃষ্টি ঋণকালের জগৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু দীপুর মত লজ্জা-সকোচের বালাই নেই তার। গোপেশ্বরবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় আলাপ জমিয়ে তুলতে বেশী বিলম্ব হ'ল না শাস্ত্র।

টেনের এই আলাপের জের বাড়ী অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্তে একটি ফিকির আবিষ্কার করল শাস্ত্র। হাওড়া ষ্টেশনে নেমে সজ্জাতাদের মোটরের পিছনে ওদের লগেজের সঙ্গে নিজেদের একটিমাত্র বেডিং তুলে দিল। বেডিংটা যেন ভুলে ওদের জিনিষপত্রের সঙ্গে চলে এসেছে এবং সেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে তাদের আসতে হয়েছে এখানে।

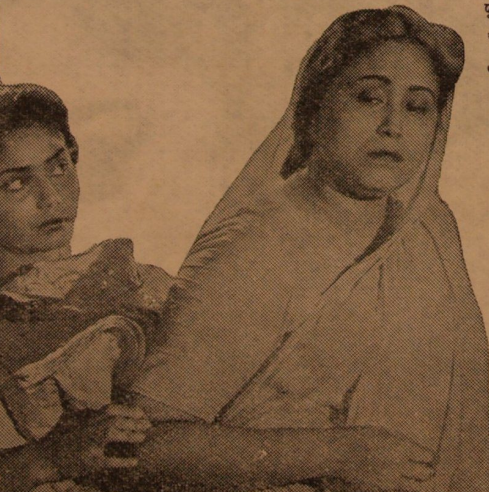
কিন্তু যার সঙ্গে মেলোমেশা করবার একান্ত বাসনায় এই কাণ্ডটা করল শাস্ত্র তার চোখকে যে এড়ানো যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল প্রথম দিনই যখন তারা গোপেশ্বরবাবুর বাড়ীতে গিয়ে সজ্জাতারই সাক্ষাৎ পেল সবার আগে! এমনি ভাবে ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাটা শাস্ত্রের সপ্রতিভতার সামনে বেশীক্ষণ টেকেনি কিন্তু

দীপু এমন বিব্রত বোধ করল যে মুখ দিয়ে ভাল করে কথাই ফুটল না তার।

একই আকর্ষণে দুই বন্ধু প্রায় প্রতিদিনই যায় সজ্জাতাদের বাড়ী। সজ্জাতার সামনে পড়লেই দীপু যেন কেমন হয়ে যায়—রাজ্যের জড়তা এসে দীপুর বাকশক্তিকে রুদ্ধ করে দেয়। যেন স্বানবিক দৌর্ভাগ্যে বিপর্যস্ত একটি মাহুষ।

দীপুর অবস্থা দেখে নির্দয়ভাবে হাসে সজ্জাতা। শাস্ত্রকে পৃথকভাবে নিয়ে চলে যায় মার্কেটিং-এ। দীপুর লজ্জা সকোচ নিয়ে পরিহাস করা, আঘাত করা যেন সজ্জাতার কাছে একটি খুসীর খেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের নিতান্ত মুখচোরা লাজুক এই মাহুষটির অন্তর সজ্জাতার প্রতি দুর্বীর আকর্ষণে কত না-বলা কথায়, কত তৃষ্ণায়, কত মাধুর্যে, কত বেদনায় মুখর হয়ে উঠেছে, একথা কি বোঝেনা একটুও সে মেয়ে হয়ে?

দুই বন্ধু প্রথমে মেসে এসে উঠেছিল। চাকরি হওয়ার পর বাড়ী ভাড়া করে মা ও বোন বাহুকে তারা গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। এখানে এসে দীপুর মা আর বাহু বুঝতে পারল দীপু আর শাস্ত্র



প্রগাঢ় প্রীতির মাঝখানে কিসের যেন একটি ছায়া পড়েছে।

সপ্রতিভ, মিশ্রকে শাস্তকেই গোপেশ্বরবাবুর বেশী পছন্দ। শাস্তর সঙ্গেই যখন তাঁর মেয়ে মার্কেটিং-এ যায়, বেড়াতে বেরোয় মোটরে একসঙ্গে তখন তাঁর মেয়ের মন তিনি বুঝে ফেলেছেন।

সুজাতা যে কেন দীপুকে দেখলেই হাসে, শাস্ত বুঝতে পারে না। অফিস থেকে ফেরবার সময় পৃথক করে তার সঙ্গে পাওয়ার জেতে মোটর নিয়ে আসে সুজাতা। দীপু একা ফিরে যায় বাড়ীতে। তাছাড়া শাস্তর মনে হয় দীপুরও সুজাতাকে ভাল লাগে না। ভাল লাগলে দীপু সুজাতাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিত না।

ছাঁট হৃদয়ের এতদিনের গভীর সংস্পর্শতার মাঝখানে আজ এমন একজন এসে দাঁড়িয়েছে যাকে শশা, কলা, পেয়ারার মত মাঝের স্নেহ, বোনের প্রীতির মত ভাগ করে নেওয়া যায় না। তাই আজ দুই বন্ধুর মেলামেশায় ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয়েছে অনেক, ব্যবধান রচিত হয়েছে অলক্ষ্যে।

দীপু পরাজয় মেনে নিয়েছে নিজেই।
ঈর্ষা করেনি শাস্তকে, শুধু নিজেকে নিয়ে সে
পালিয়ে যেতে চায়।

সুজাতা তার সর্বস্ব সমর্পণ করতে পারে
মাত্র একজনকে। কাকে বরণ করবে
সুজাতা?

তারই রহস্তে
অ হু র জি ত,
হৃদয়ে হৃদয়ে
এই লুকোচুড়ি
খেলার পরি-
স মা প্তি
কো থা য়!
রু পা লী
পর্দার ধাবমান
প্র তি ছা য়
তার সন্ধান
পা ও য়
যাবে।



জঙ্গিত

শুধু গান শুধু হাসি—

মালতী বলে ওগো প্রিয়

এ লগন হোক স্মরণীয়

শোনাও শপথের বাণী

তোমারেই জানি আমি জানি

(১)

ওরে খাল পই'ল নদীর জলে

মাগরে যায় নদী

ওরে সাপের যে কোথায় পই'ল

জানতে পারতাম যদি

ওরে খাল পই'ল নদীর জলে.....

(২)

মালতী ভ্রমরে করে ঐ কানাকানি

দেই হুরে মনে হয়

তোমারেই জানি আমি জানি

মালতী বলে ওগো মিতা

আমি যে তোমারই জান কি তা

প্রাণের পরশ দাও আমি

তোমারেই জানি আমি জানি—

শুধু গান শুধু হাসি

এই নিয়ে সারাবেলা

চলে আজ কাগুণের মেলা

(৩)

মৌ বলে আজ মৌ জমেছে

বৌ কথা কও ডাকে

মৌ মাছুরা আর কৌ দূরে থাকে ॥

ছন্দ-ভরা গন্ধধারা এ এক নতুন বেলায়

আমারে আজ কে আর ধরে রাখে

নতুন নতুন হুরে পাখীরা গায়

নতুন নতুন ফুলের রং ভরে যায় ॥

তাদের ঘিরে প্রজাপতি পাখায় স্বপ্ন আঁকে

নতুন নতুন খুসী হৃদয়ে পাই

নতুন নতুন পথে আজ কোথা যাই ॥

উকি দিল হুঁধা দোনা ভান্সা মেথের ফাঁকে।

আর নতুন কিছু পাব এবার জীবন পথের

বাঁকে ॥



আমাদের পরবর্তী দু'টি ছবি!

নার্মী দার্মী শিল্পী সমাবেশে

নারায়ণ সান্যালের

চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

নাগাচম্পা

অবলম্বনে



কৌটিল্য গুপ্তের

ঘাত-প্রতিঘাত পূর্ণ চমকপ্রদ উপন্যাস

মোক্ষকস ক্যাবারে

অবলম্বনে

চিন্নযুগের ছবি
মিতালী পরিবেশিত

